টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২

রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট

ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন

৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত

(দাদাঠাকুর)

Regd No. C. 853

খাঁটি

উলের

নেইকো জুড়ি

শীতের পোষাক

আজই করি

প্রসিদ্ধ মিলের নানা রংএর নানা ধরণের

খাঁটি উলের একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

খেলা ঘর

রঘুনাথগঞ্জ।

৫৮-শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৩শে কার্ত্তিক বুধবার, ১৩৭৮ ইং 10th Nov. 1971 | ২৪শ সংখ্যা

পিণ্ডি-পিকিং দৌত্য কিসের হল পথ্য ?

'এ কী কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে' ? চীনের নেতারা ইসলামাবাদী দূত-প্রধানকে পেয়ে, তাঁর কথা শুনে সম্ভবতঃ উদ্ধৃতি চিহ্নযুক্ত বাক্যটি উচ্চারণ করে থাকবেন নেপথ্যে। ইয়াহিয়া খানের মদতদার সিন্ধুসন্তান শ্রীজেড, এ ভুট্টো বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন নি ইয়াহিয়া খানের আজি বহনে। মোদ্দা কথা—পিকিং পাকিস্তানকে কী কতটা সহায়তা দেবে যদি ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তান যুদ্ধে নামে। কায়দা কসরৎ করেও চৈনিক মনোভাব চীনের প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে যায় নি। রেডিও পাকিস্তান সাফল্যের জয়ঢাক পিটলেও সমস্যা মিটল না। বেদর্দ চৈনিক নেতৃবৃন্দ! যুক্তবিবৃতি প্রকাশ হল না। ইয়াহিয়া খানের বিশেষ দূত ভারত-বিরোধী বুলি (স্বভাবসিদ্ধ) ঝেড়েও 'কাম ফতেহ্' করতে পারেন নি। তা না হলে তাঁর প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই **পাক কামান 'পাক কা মান'** রক্ষায় ব্রতী হত। খান সাহেবের মনোব্যাধির পথ্য কু-যুক্ত হল!

তল্লাশী চালিয়ে বোমা তৈরীর মশলাপাতি উদ্ধার—বিদ্যালয় আক্রমণের হীন চক্রান্ত ব্যর্থ

সাগরদীঘি, ৮ই নভেম্বর—সাগরদীঘি পুলিশ আজ সকালে গোপনসূত্রে খবর পেয়ে একটি বাড়ীতে তল্লাশী চালিয়ে কয়েকটি বোমা, ছোড়া, বোমা তৈরীর মশলাপাতি, পেট্রল, কেরোসিন, মাও-সে-তুঙের পুস্তক এবং দুটো চিঠি উদ্ধার করেছে। এ ব্যাপারে ৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। একটি চিঠিতে বার্ষিক পরীক্ষা বন্ধ না করলে বিদ্যালয় আক্রমণের হুমকী দেখিয়ে সাগরদীঘি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে এবং অপর চিঠি একটি মেয়েকে লেখা প্রেমপত্র। যে ছয় জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের নাম—(১) সর্ব্বশ্রী সুব্রত কর (১৫) (২) বেলাল (৩০) (৩) অনুপ ঘোষ (১৭) (৪) অমরেশ রায় (১৪) (৫) জুলকার (১৫) এবং একজনের নাম জানতে পারা যায় নি। বিশ্বনাথ সাহা (১৮) পলাতক, পুলিশ তাকে ধরতে ব্যর্থ হয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য গত কয়েকমাস ধরে বিদ্যালয়ে এবং বাজারে বোমা বর্ষণ এরাই করছিল। শ্রীনজরুল ইসলাম এবং শ্রীসুনির্মল বসু নিয়োগীর নেতৃত্বে পুলিশ-বাহিনী এগুলি উদ্ধার করে এবং ৬ জনকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়। আরও তল্লাশী চলছে। অনুপ ঘোষকে পরে জিজ্ঞাসাবাদের পর ছেড়ে দেওয়া হয়।

নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড

গত ৬ই নভেম্বর দুপুর ২টা নাগাদ রঘুনাথগঞ্জ থানার বিজয়পুর গ্রাম নিবাসী এরফান সেখকে তার বাড়ীর সন্নিকটে নির্দয়ভাবে খুন করা হয়। তার গলায় ও শরীরের অন্যান্যস্থানে অস্ত্রাঘাতের মারাত্মক চিহ্ন দেখা যায়।

খবরে প্রকাশ, মহব্বর মাঠের জাগলদারীকে কেন্দ্র করে এই নিষ্ঠুর হত্যা সংঘটিত হয়েছে। পুলিশ উক্ত গ্রামের মহলদার চৌকিদারকে এই খুনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সন্দেহে গ্রেপ্তার করেছে। মহলদার চৌকিদারের ছেলেকে জাগলদারের পদ থেকে বহিষ্কার করে এরফানকে উক্ত স্থানে স্থলাভিষিক্ত করার জন্যই নাকি আক্রশবশতঃ এরফানকে খুন করা হয়েছে।

পাক বাহিনীর গুলিতে মুক্তি যোদ্ধার মৃত্যু

গত ৩রা নভেম্বর বেলা ১০টা নাগাদ জঙ্গিপুর সদর হাসপাতালে মঞ্জুর আলি ও তাজিমুল হক নামে দু'জন মুক্তি যোদ্ধা গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ভর্ত্তি হন। মঞ্জুর আলি পরদিন সকালে জঙ্গিপুর হাসপাতালে মারা যান। তাজিমুল হককে চিকিৎসার জন্য বহরমপুর সদর হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। তাঁদের কাছে ২টি ষ্টেন গান ও ৪১২ রাউণ্ড গুলি ছিল।

পাকিস্থানের অন্তর্গত শিবগঞ্জ থানার রাধাকান্তপুর গ্রামে পাকবাহিনীর সঙ্গে মুক্তি ফৌজের তুমুল যুদ্ধে উক্ত দু'জন জওয়ান আহত হন।

মহিলার ডি-ফিল্ ডিগ্রী লাভ

জঙ্গিপুর মহকুমার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীপ্রভাতকুমার নিয়োগীর পত্নী শ্রীমতী প্রতিমা নিয়োগী ১৯৭০ সালের পুরাণ বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-ফিল্ ডিগ্রী লাভ করিয়াছেন। শ্রীমতী নিয়োগী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ জানকীবল্লভ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অধীনে গবেষণা করেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৩শে কার্ত্তিক বুধবার সন ১৩৭৮ সাল।

॥ এ দেশে গুপ্তচরচক্র ॥

গত ১লা নভেম্বর কিষেণগঞ্জের কাছে রেল-লাইনে যে বিস্ফোরণ ঘটে, তাহা একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা মনে করিবার কোন কারণ নাই। এই বিস্ফোরণের ফলে ৪৫নং আপ প্যাসেঞ্জার ট্রেণটির এঞ্জিনসমেত তিনটি কামরা উড়িয়া গিয়াছিল এবং বেশ কিছু যাত্রী আহত হইয়াছিলেন। খবরে প্রকাশ, ঐ ট্রেণটি একটি মাইনে আঘাত দেয় এবং তাহার ফলে এই বিস্ফোরণ ঘটে। ট্রেণের এঞ্জিনটি লাইনের পার্শ্বস্থিত একটি খালে পড়ে। বগিগুলিরও যথেষ্ট ক্ষতি হয়। অনেকটা রেললাইন উড়িয়া যায়।

এই দিনই রাত্রি প্রায় দশটার সময় কিষেণগঞ্জ শহরের একটি সিনেমাগৃহে একটি টাইম বোমা ফাটে। ইহার ফলশ্রুতি পাঁচজনের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু; আহতের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ। সিনেমা হলটির কিছু অংশ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

রেললাইনে মাইন বিস্ফোরণের জন্য সতর্কতা-মূলক ব্যবস্থা লওয়া হইল। ২রা নভেম্বর রেল-লাইনে কয়েকটি পাতা মাইন পাওয়া গেল। সারা অঞ্চলে এক বিরাট আতঙ্ক বিরাজ করিতে থাকে। ষ্টেশনে রেলযাত্রী ছিল না; কিষেণগঞ্জের সিনেমা-গৃহগুলিও বন্ধ। সর্বত্র থমথমে ভাব। রেল লাইন বরাবর কর্মীরদল ছুটিয়াছেন লাইন পরীক্ষা করিতে। স্বাভাবিক জীবনযাত্রা যে বিশেষভাবে ব্যাহত হয়, ইহা সহজেই অনুমান করা যায়।

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারের জনৈক মুখপাত্র বলিয়াছেন যে, পাকিস্তানই এই সব নাশকতামূলক কাজ চালাইতেছে। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষিত গুপ্তচরও নাকি আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র এখানে প্রেরণ করিয়াছেন। তাই সমগ্র উত্তরবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ রেল লাইন অঞ্চলে কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করার ব্যবস্থা করা হইবে বলিয়া সংবাদে জানা যায়।

উত্তরবঙ্গের নানাস্থানে নাশকতামূলক কাজকর্মের কথা মাঝে মাঝেই শুনা যায়। ইহার আগেও ট্রেণ ধ্বংস করার ঘটনা ঘটিয়াছে। সীমান্ত এলাকায় পাক-সৈন্য সমাবেশে কেন্দ্র এখন নাশকতামূলক ঘটনায় মনোযোগ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা অনেক আগেই ভাবা উচিত ছিল; পাকিস্তানী গুপ্তচরচক্র এই দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কি সুকৌশলে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা কে জানে। আমাদের গোয়েন্দা দপ্তরকে বহু পূর্ব হইতেই সজাগ রাখার প্রয়োজন ছিল। প্রয়োজন ছিল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেওয়ার যখন শরণার্থী হিসাবে হাজারে হাজারে লোক এদেশে আসিয়াছিল। কারণ এখন বুঝা যাইতেছে যে কিছু কিছু অবাঞ্ছিত ব্যক্তিও তখন এদেশে আসিয়াছিল এবং এখন তাহারা নিশ্চিন্তে গোপন অভিসন্ধি চালাইবার মতলবে আছে। বাহিরে তাহারা শরণার্থী ভেকধারী। তাহারা এই দেশে আসিয়া সকলেই যে নাশকতামূলক কাজকর্মে লিপ্ত আছে বা ঐ কাজ চালাইয়া যাইতেছে তাহা নহে, তাহাদের মধ্যে অনেকেই যতদূর সম্ভব গোপন তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া পাকিস্তানে পাচার করিতেছে। আবার এই দেশেরই নাগরিক হইয়া, এই দেশের সকল প্রকারের নাগরিক অধিকার ভোগ করিয়া গোপনে গোপনে পাকিস্তানের সহিত নানা যোগাযোগ রাখিতে তৎপর—তাহাও জানা গিয়াছে। সামরিক বিভাগের জরীপ সংক্রান্ত গোপন দলিল সরিয়া কোথায় লুকাইয়াছে তাহা জনগণ জানেন। ইহাও জানেন যে, কী প্রলোভনের সামগ্রী সামনে ধরিয়া তাহা চুরি করান হইয়াছে। ফরাক্কা ব্যারেজের মডেলের ছবি লইয়া একজন কর্মী পাকিস্তানে পাড়ি দিয়াছিলেন এ ঘটনা অত্র অঞ্চলে অবিদিত নয়।

এইগুলি কিসের ইঙ্গিত বহন করে? ইঙ্গিত এই যে, ভারত রাষ্ট্রকে নানা দিকে পঙ্গু করিবার একটা সুগভীর চক্রান্ত কোথায় যেন আছে। ফরাক্কা-মডেলের ছবি দখলে থাকিলে ভবিষ্যতে বিশেষ করিয়া যদি কোনদিন যুদ্ধ বাধে, তখন কাজে লাগিতে পারে। জরীপ সংক্রান্ত দলিল হাতে থাকায় সামরিক বাহিনীর প্রচুর সুবিধা হয়। সুতরাং সুদূরপ্রসারী এইসব পরিকল্পনা আর এই সব পরিকল্পনার সার্থকতায় ভারতের সমূহ ক্ষতি। বিগত পঁচিশে মার্চ্চ হইতে আজ পর্যন্ত কয়েকবার পাক গুপ্তচর অথবা রাজাকার দল এদেশে ধরা পড়িয়াছে। তাহারা যে সব স্বীকারোক্তি রাখিয়াছে তাহা আদৌ কল্যাণকর নহে। ঐ সব গুপ্তচরদের কিছুকাল আটকাইয়া রাখিয়া তীব্র প্রতিবাদের কড়া নোটসহ পাক হাইকমিশন অফিসে হস্তান্তর করা হইয়াছে, না যথেষ্ট ব্যবস্থা লওয়া হইয়াছে? গুপ্তচর ধরা পড়িবার পর জনগণ আর কিছু জানিতে পান না।

পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতীয় গোয়েন্দা বিভাগের আন্তর্জাতিক খ্যাতি আছে। খুনী, ডাকাত, চোর প্রভৃতি ধরিবার জন্য যেমন ইহাদের প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন দেশের অভ্যন্তরীণ গুপ্তশত্রু এবং বহির্দেশীয় গুপ্তচরদের বাহির করা। আর সরকারের কর্তব্য তাহাদের কঠোর হস্তে শাস্তি দেওয়া। ইহা না হইলে রাষ্ট্রযন্ত্র নিরুদ্বেগে কাজকর্ম চালাইতে পারে না। এই ব্যাপারে সকলেরই কর্তব্য রহিয়াছে। রাজার চক্ষু চর। আশা করি, তখত্ তাউসে যাঁহারা অধিষ্ঠিত, দেশের অখণ্ড নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব আশা করি, তাঁহারা বিস্মৃত হইবেন না।

জি, আর এর গম আজও দুঃস্থদের মধ্যে বিলি হ'ল না

সাগরদীঘি, ১লা নভেম্বর—সাগরদীঘি থানার ৩নং বারালা অঞ্চলের জি, আর এর কুড়ি কুইন্ট্যাল গম আজও দুঃস্থদের মধ্যে বিলি হল না। উক্ত গম গত ১১-১০-৭১ তারিখে কাঠেরপাড়ার ডিলার শ্রীকার্ত্তিককুমার নন্দী সাগরদীঘির ডিলার শ্রীদিলীপ-কুমার সাহার সঙ্গে জঙ্গীপুর থেকে একই সঙ্গে একই গাড়ীতে করে নিয়ে আসেন। দিলীপ সাহার গম দু'দিনের মধ্যেই দুঃস্থদের মধ্যে বিলি হয়ে যায়। কিন্তু কার্ত্তিক নন্দীর গম আজ পর্যন্ত দুঃস্থদের মধ্যে বিলি হ'ল না কেন এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন একমাত্র ৩নং বারালা অঞ্চলের অধ্যক্ষ সেকেন্দার সাহেব এবং সেক্রেটারী শ্রীবিজয়কুমার মিত্র।

'রিজেণ্ট পার্ক হতে বিষ্ণুপুর' —নাটকের কাহিনী ঃ

[গত ৩রা নভেম্বর আমাদের পত্রিকায় "রিজেণ্ট পার্ক হতে বিষ্ণুপুর- দুই অঙ্কের নাটক" শিরোনামা দিয়ে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল তারই পরি-প্রেক্ষিতে আমাদের সংবাদদাতা আরও যে তথ্য সংগ্রহ করেছেন তা প্রকাশ করা হল। —সম্পাদক]

সাগরদীঘি, ৬ই নভেম্বর— যাদবপুর থানার রিজেণ্ট পার্কের শ্রীডি, বনশালের বাড়ী থেকে ১৫ হাজার টাকা মূল্যের অলঙ্কার চুরির দায়ে সাগরদীঘি থানার বিষ্ণুপুর নিবাসী শ্রীদুলাল মণ্ডলকে সাগরদীঘি পুলিশ গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে।

প্রকাশ, আসামী দুলাল শ্রীডি, বনশালের বাড়ীতে চাকরী করত। তাঁরা দুলালকে খুব ভালবাসতেন এবং বিশ্বাস করতেন। দুলাল পূজোতে বাড়ী আসার জন্য ছুটি চাইলে শ্রীবনশাল তাকে ছুটি দেন। কিন্তু দুলাল বিশ্বাসঘাতকতার নিদর্শনস্বরূপ বাড়ী আসার সময় প্রায় ১৫ হাজার টাকা মূল্যের অলঙ্কারাদি নিয়ে পালিয়ে আসে। কয়েকদিন পর শ্রীবনশালের মেয়ে অলঙ্কার পড়তে গিয়ে দেখেন সব ফাঁকা—একটিও গহনা নাই। তাঁরা বাড়ীর ঝি-কে সন্দেহ করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য এই ঝি-এর বাড়ী নবগ্রাম থানার গুড়া-পাশলায়। ঝি কিন্তু এই চুরির নায়কের সম্পর্কে কিছু একটা অনুমান করে ছুটি নিয়ে গ্রামে চলে আসে। ইতিমধ্যে দুলাল কিছু টাকার অলঙ্কার সাগরদীঘি এবং জিয়াগঞ্জে বিক্রী করে। ঝি সেটা জানতে পারে এবং সাগরদীঘি থানার এ, এস, আই শ্রীনজরুল ইসলামকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলে। শ্রীইসলাম এই গোপন সংবাদের উপর ভিত্তি করে গত ২৯শে সেপ্টেম্বর দুলাল এবং তার মাকে বামাল গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হন এবং শ্রীবনশালকে খবর দেন। শ্রীবনশালের মেয়ে অলঙ্কারগুলি সনাক্ত করেন।

আজ যাদবপুর থানার সেকেণ্ড অফিসার এক পুলিশ-বাহিনী নিয়ে সাগরদীঘি থানা থেকে অলঙ্কারগুলি যাদবপুর থানায় নিয়ে যান। সঙ্গে শ্রীবনশাল এবং তাঁর মেয়েও ছিলেন।

আসামী শ্রীদুলাল মণ্ডল এবং তার মাকে প্রথমে জঙ্গিপুর কোর্টে এবং পরে সেখান থেকে তাদেরকে আলিপুর সেণ্টাল জেলে পাঠানো হয়। এখন তারা আলিপুর সেণ্টাল জেল-হাজতে বিচারা-ধীন অবস্থায় আটক আছে।

সাগরদীঘি-আজিমগঞ্জ বিরোধ মিটল

গত ৬ই অক্টোবরের 'জঙ্গিপুর সংবাদে' 'সাগরদীঘি বনাম জিয়াগঞ্জ মারামারি" প্রকাশিত সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে জানা গিয়েছে এই মারামারি জিয়াগঞ্জের সঙ্গে সাগরদীঘির হয় নি হয়েছিল আজিমগঞ্জের সঙ্গে। গত ২৭শে অক্টোবর সাগর-দীঘি ও আজিমগঞ্জের মধ্যে বিরোধের মীমাংসা হয়ে পুনরায় সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই ব্যাপারে উভয়পক্ষের যাঁরা সচেষ্ট ছিলেন তাঁদের মধ্যে শৈলেন অধিকারী, কালী রায়, সোনা পাণ্ডে, মদন ভকত ও বৈদ্যনাথ ভকতের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ছাত্র পরিষদ কর্মী সমাবেশ

গত ৭ই নভেম্বর স্থানীয় ছাত্র পরিষদের আহ্বানে মিউনিসিপ্যাল হলে সারা মহকুমাব্যাপী এক বিরাট কর্মী সমাবেশ হয়ে গেল। ফরাক্কা, সুতী, অরঙ্গা-বাদ, রঘুনাথগঞ্জ ও সাগরদীঘি থানাগুলি সহ বিভিন্ন গ্রামের আঞ্চলিক ছাত্র পরিষদের প্রতিনিধিরা এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। প্রধান বক্তা ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র পরিষদের সভাপতি ও পশ্চিমবঙ্গ এ্যাড হক কংগ্রেসের সাংগঠনিক সম্পাদক এবং প্রাক্তন এম, এল, এ শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায়। স্থানীয় ছাত্র পরিষদ কর্মী ও উক্ত সম্মেলনের আহ্বায়ক চিত্তরঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহকুমার ছাত্রদের স্কুলে-কলেজে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। মাঠে মাঠে ফসল লুটের, বেকার সমস্যা ও নোংরা দলাদলির তিনি তীব্র নিন্দা করেন। সভার শেষে সুব্রত বাবু তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতায় সর্ব্বপ্রকার আশ্বাস দেন এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম করার আহ্বান জানান।

বস্ত্র বিতরণ

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান ডাক্তার শ্রীগৌরীপতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় রঘুনাথগঞ্জ-জঙ্গিপুর শহরের ১৫০ জন ও পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকখানি গ্রামের ৪০ জন দুঃস্থকে বস্ত্র দিবেন। আগামী ১৮ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার বেলা ২ ঘটিকার সময় নির্ব্বাচিত জনগণকে তাঁহার বাড়ীর পার্শ্বস্থিত ময়দানে সমবেত হইতে অনুরোধ করা হইতেছে।

শারদ সঙ্কলন প্রাপ্তি

শারদীয় কম্পাস (কলিকাতা-৬) সম্পাদক পান্নালাল দাশগুপ্ত, শারদীয়া ময়ূরাক্ষী (সিউড়ী) সম্পাদক বিমল বিষ্ণু, শারদীয়া চন্দ্রভাগা (সিউড়ী) সম্পাদক রমানাথ সিংহ, পারাবার (স্থানীয়) সম্পাদক অতীশ বড়াল ও কুনালকান্তি দে, শারদীয়া জনমত (বহরমপুর) সম্পাদক রাধারঞ্জন গুপ্ত, শারদীয় মুর্শিদাবাদ বার্ত্তা (বহরমপুর) সম্পাদক সুধীন সেন, শারদীয় কান্দী বান্ধব (কান্দী) সম্পাদক সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, শারদীয়া মুর্শিদাবাদ দর্পণ (বহরমপুর) সম্পাদক নীরদ সরকার, শারদীয় মুর্শিদাবাদ সমাচার (বহরমপুর) সম্পাদক কমল বন্দ্যোপাধ্যায়, শারদীয় কর্ণসুবর্ণ (বহরমপুর) সম্পাদক বিজয়কুমার মল্লিক. শারদীয় ললিতা (বহরমপুর) সম্পাদক অনিলকুমার দত্ত।

আমরা উক্ত পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়গণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

উল্টা পুরাণ

॥ চিন্তামণি বাচস্পতি ॥

ভাবিতেছিলাম কোনটি উল্‌টা! পূর্বের উল্‌টা দিক পশ্চিম, না পশ্চিমের উল্‌টা দিক পূর্ব? উপর দিকটা উল্‌টাইলে নিচের দিক হয়, না নিচের দিকটা উল্‌টাইলে উপর দিক হয়?

এমন সময় সম্পাদক মহাশয়ের নিকট হইতে তাগিদ আসিল—কেন উল্‌টা পুরাণ লিখিতে বিলম্ব হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মন্তব্য করিয়াছেন, আমি না কি কুঁড়ের বাদসা।

সম্পাদক মহাশয়, আপনাকে অভিনন্দন জানাইতেছি। আপনি যথার্থ-ই আবিষ্কার করিয়া-ছেন। আমি কুঁড়ের বাদশা। হায়, প্রাসাদের

বাদশা হইবার নসীব তো এই জিন্দাগীতে হইল না! তাই কুঁড়েতে শুইয়া বাদশাহী বিলাস উপভোগ করিতেছি। এই বিলাসের একমাত্র উপাদান আলস্য। অমূল্য বিলাস বলিতে পারেন।

কিন্তু দাদঠাকুরের আবির্ভাবে সেই মদির আলস্যবিলাস টুটিয়া গেল। তিনি জানাইলেন—'রণ-হুঙ্কার শুনিয়াছিস?' না তো। কে রণ-হুঙ্কার ছাড়িল? কেন, চিনা ব্যক্তি সেই জুলফিকর আলি ভুট্টো।

হায় দাদাঠাকুর! এই অতি তুচ্ছ কারণে আপনি আমার আরাম নষ্ট করিয়া দিলেন! ভুট্টোর ভুট্টোমি তো অশ্রুতপূর্ব নয়। বেঅকুফটা তো ঐ রকমই চেল্লায়। উহার হাজার অঙ্কে সব কয়টাই শূন্য। সিন্ধু-গঙ্গায় রক্তের বান ডাকাইবার বহ্বাড়ম্বর শুনিলে উহার কনিষ্ঠা নাতিনীটিও (যদি থাকে) হাসিয়া ফেলিবে। দাদাঠাকুর ইহাকে আপনি রণ-হুঙ্কার বলিতেছেন?

না রে। ব্যাপারটা অত হাল্কা নয়। দাদাঠাকুর উপদেশ করিলেন। তবে তো চিন্তার কথা। হাঁ। ভাবিয়া দেখি দাদাঠাকুর ঠিকই ধরিয়াছেন। ভুট্টো জানে তাহার স্বজাতির মনে বিধর্মী বিদ্বেষ জাগাইয়া তোলা অতি সহজ। সেখানে কোন যুক্তি ও ন্যায়ের প্রয়োজন হয় না। অতিরঞ্জিত ভাষায় উক্ত আবেগে উস্কানি দিলেই কাজ হাসিল। এই করিয়াই পাকিস্তানের জন্ম হইয়াছে। এই জন্যই পাকিস্তানের শত অন্যায় অবিচার জর্জরিত জনগণের বিদ্রোহ বহ্নি অন্যের ঘরে প্রয়োগ করিবার কৌশল হিসাবে ভারতবিদ্বেষ। এবং ভারত রাষ্ট্র হিন্দুদের রাষ্ট্র বলিয়া বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা একান্তই সহজ। পাক গদ্দীআসীন নেতারা ও যাঁহারা ঐ গদীতে বসিবার খোয়াব দেখিতেছেন সেই ভুট্টোগোষ্ঠী কেবল বুলির যুদ্ধেই ভরসা রাখেন।

সত্যই ইয়াহিয়া এবং ভুট্টো রাবণ ও কালনেমির মত মামা ভাগিনেয় সাজিয়া লঙ্কা ভাগ করিতে বসিয়াছে। পদ্মা-মেঘনা বুড়িগঙ্গায় তাহারা রক্তের প্লাবন আনিয়াছে তবে এই প্লাবন কাহাদের রক্তের প্লাবন? পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানেরা কি মুসলমান নয়? কোন জাতির বোমার ঘায়ে পূর্ব বাংলার বহু মসজিদ অপবিত্র হইয়াছে? অত্যাচারী শাসকশ্রেণীর কি কোন জাত আছে?

তাই মনে হয়, ভুট্টো ভায়া যাহাদের যুদ্ধোন্মাদ করিয়া রক্তনদী প্রবাহিত করিবার হুঙ্কার দিয়াছেন, সেই স্বজাতি ভাইয়ের রক্তেই অজু করিয়া পাকিস্তানেয় তখ্‌ৎ-তাউসে বসিবার জন্য জঘন্য উল্লাসে মাতিয়া উঠিয়াছেন।

এ কালের যুগ-যন্ত্রণার শেষে

—শ্রীস্নিগ্ধা ব্যানার্জী

এ কাল ও সেকালের মধ্যে সীমা নির্দ্ধারণ মোটেই সহজ সাধ্য নয়। কখন একটা কাল শেষ হ'য়ে নবীন যুগের সূচনা হ'লো কে বলবে সঠিক সেইক্ষণ। তবে এটা ঠিক নূতন যুগ সৃষ্টির যে যন্ত্রণা সেটা চলে বেশ কিছুদিন ধরেই। সে যন্ত্রণা সমাজজীবনে আলোড়ন জাগায় ততদিন, যতদিন না পুরাতনকে গ্রাস করে নূতন তার জয় সুপ্রতিষ্ঠিত করে। বিংশ শতাব্দীর শেষ কালে ৭০ দশকে সেই যুগ যন্ত্রণা সুরু হয়েছে। এই যন্ত্রণা কবে নূতন যুগকে সুপ্রসব করবে কে জানে?

সে কালের সব কিছুকেই নস্যাৎ করে দেবার স্পৃহা এ যুগের তরুণ মনে বাসা বেঁধেছে। সে কালের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজব্যবস্থা সব কিছুই কায়েমী স্বার্থের বাহক, এই হলো এ যুগের যুবমনের স্থির ধারণা। তাই তো শিক্ষা-ব্যবস্থা বানচাল করার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করা হচ্ছে। তাণ্ডব চলেছে সংস্কৃতির পীঠস্থান বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে। চলেছে নরহত্যা। সমাজ জীবনে গভীর সন্ত্রাস। ধ্বংসের অনল আজ চারিদিকে। এই আগুনই প্রমাণ করে—জ্বলছে যুবমন। পুরাতনকে পরাজিত করতে নূতনের এই সামগ্রিক ধ্বংস প্রচেষ্টা।

সে কালের যাঁরা, যাঁরা সে কালের সব কিছুকেই মনে করেন সুন্দর, শুভ, এ কালের কোন কিছুকেই দেখেন না ভাল চোখে, তাঁরা কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছেন। শোনা যাচ্ছে পুরাতনের আর্ত্তনাদ "রক্ষা করো" "রক্ষা করো"। কিন্তু সত্যই কি শেষের ঘন্টাধ্বনি বেজে উঠেছে? আর যদি শেষ হয়ই, শেষ কার? সে তো পুরাতন, অচলায়তন ঐ জরাজীর্ণ সমাজব্যবস্থার। নূতন তার দুয়ারে হানা দিয়েছে। তাই তার জীর্ণ আগল কেঁপে উঠেছে। আগল ভেঙ্গে গেলে নূতনের প্রবেশ ঘট্‌বে অন্দরে। অন্ধকার ঘুচে যাবে। জ্বলে উঠ্‌বে আলো। আবার নূতন সাজে ঝল্‌মল্ করবে সমাজ দেহ। ধ্বংসের মধ্যে সৃষ্টির দেবতার মঙ্গলময় স্পর্শ অনুভূত হচ্ছে নাকি? প্রবল বন্যার পর ধ্বংসরূপী জলের বুক থেকেই তো জেগে উঠে পলিমাটি। সেই পলিমাটি আনে উর্ব্বরাশক্তি। নূতন ফসল জেগে উঠে মাঠে মাঠে। যুবচিত্তের এই ধ্বংস

—৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন

এই বিজ্ঞাপনটি কেটে রাখুন ও প্রয়োজনে কাজে লাগান

আলুর চাষে অধিক ফলন ও বাড়তি লাভের জন্য ফার্টিলাইজার কর্পোরেশনের সুফলা • ইউরিয়া সার ব্যবহার করুন

জমি তৈরী ও সার প্রয়োগ :

৮–১০ বার চাষ দিয়ে একর প্রতি ৮–১০ গাড়ী গোবর সার দিন। ১৮–২০ ইঞ্চি দূরে দূরে অগভীর নালি খুঁড়ে তাতে নীচের যে কোন একটি তালিকা অনুযায়ী ফার্টিলাইজার কর্পোরেশনের সার ছড়িয়ে মাটির সঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে নিন।

১নং তালিকা	২নং তালিকা	৩নং তালিকা
সুফলা ১৫ : ১৫ : ১৫	**সুফলা ২০ : ২০ : ০**	**ইউরিয়া**
২৬৬ কেজি	২০০ কেজি সহ ১০০ কেজি মিউরেট অফ পটাশ	৮৮ কেজি সহ সুপার ফসফেট ৩৭৫ কেজি মিউরেট অফ পটাশ ১০০ কেজি

আলুর জাত ও বীজ বসানো :

রয়েল কিড্‌নী ০ আপটুডেট ০ এ্যকার সীগান ০ আলটিমাস ০ কুফরী সিন্দুরী ০ কুফরী চন্দ্রমুখী ০ কুফরী চমৎকার ইত্যাদি জাতের বীজ আলু ভাল। একর প্রতি ৪½–৫½ কুইণ্টাল বীজ আলু লাগে। ৫ টিন জলে ১০০ গ্রাম এ্যারেটন ৬ বা ঐ জাতীয় ওষুধ গুলে ১½ কুইণ্টাল (৪ মণ) বীজ আলু এক মিনিট ডুবিয়ে তুলে নিয়ে ছায়ায় শুকিয়ে নিন। সার দেওয়া অগভীর নালিতে ৮–৯ ইঞ্চি দূরে দূরে একটি ক'রে বীজ আলু বসিয়ে দিন।

জমির পরিচর্য্যা ও চাপান সার :

আলু বসানোর ৩–৪ সপ্তাহ পরে জমিতে নিড়েন দিয়ে ও চাপান সার প্রয়োগ ক'রে গোড়ার মাটি টেনে ভেলী বেঁধে দিতে হবে। চাপান সার হিসাবে প্রতি একরে নিম্নলিখিত হারে ফার্টিলাইজার কর্পোরেশনের সার দিন:——

১নং তালিকার ক্ষেত্রে	২নং তালিকার ক্ষেত্রে	৩নং তালিকার ক্ষেত্রে
সুফলা ১৫ : ১৫ : ১৫	**সুফলা ২০ : ২০ : ০**	**ইউরিয়া**
১৩৪ কেজি	১০০ কেজি	৪৪ কেজি

সেচ ও শস্যরক্ষা :

চারা রোপণের পর ৩–৪ দিন অন্তর জলের ঝাপ্‌টা দিয়ে ও ভেলী বাঁধার পর ৮–১০ দিন অন্তর নালার সাহায্যে সেচ দিয়ে পাতা হলদে না হওয়া পর্যন্ত জমিকে রসালো রাখতে হবে। সেচের জলে যেন ভেলীর অর্দ্ধেকের বেশী না ডোবে। আলু বসানোর ৩০–৩৫ দিন পর থেকে একর পিছু ২ কেজি তামাঘটিত বা এক কেজি দস্তাঘটিত ওষুধ এবং ১ কেজি ডিডিটি ৫০% ৩২৫–৪৫০ লিটার (১৮–২৫ টিন) জলে গুলে ১০–১৫ দিন অন্তর তিনবার ছিটাবেন। পাতার নীচেও যাতে ওষুধ লাগে এমনভাবে ওষুধ ছিটাতে হবে। মেঘলা আবহাওয়া থাকলে ঘন ঘন ওষুধ ছিটান প্রয়োজন।

FCI দি ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া লিঃ
পূর্বাঞ্চল বিপনন শাখা—৪১ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা কর্তৃক প্রচারিত

naa/EMZ.71

এই বিজ্ঞাপনটি কেটে রাখুন ও প্রয়োজনে কাজে লাগান

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

এ কালের যুগ-যন্ত্রণার শেষে

৪র্থ পৃষ্ঠার পর

বন্যার মধ্য থেকে তাই সৃষ্টি হবেই সমাজ গঠনের সদিচ্ছা। সেই সৃজন-ইচ্ছার পলিমাটিই সমাজ দেহের ভূমিকে করবে উর্ব্বরা। আবার শান্ত, স্নিগ্ধ, নূতন যুগের হবে সৃষ্টি। ধ্বনিত হবে শান্তি ও মৈত্রীর বাণী। শিবসুন্দরের হবে আবির্ভাব।

সাহাপুর শরণার্থী শিবিরে কলেরা
একজন গ্রামবাসীর মৃত্যু

সাগরদীঘি, ৩রা নভেম্বর—সাগরদীঘি ব্লকের সাহাপুর রিলিফ ক্যাম্পে কলেরা ব্যাপকরূপ নিয়েছে। এখন পর্যন্ত একজন গ্রামবাসী সাঁওতাল যুবক কলেরায় মারা গিয়েছে। উক্ত যুবক এই বৎসর স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল। স্কুল-ফাইন্যাল রেজাল্ট আউটের পরের দিন সে মারা যায়।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধে অনশন

সাগরদীঘি, ৩রা নভেম্বর—দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে জিয়াগঞ্জ যুব-কংগ্রেস এবং ছাত্র-পরিষদের সদস্যরা দৈনিক বাজারে (জিয়াগঞ্জে) গতকাল এক দিনের প্রতীক অনশন করেন।

ছিনতাইকারীরা গ্রেপ্তার

সম্প্রতি জঙ্গিপুর রোড রেল ষ্টেশনে রাত্রি ১১ টার গয়া প্যাসেঞ্জার ট্রেণটি থামলে জনৈক বিড়ি ব্যবসায়ীর দেড় লাখ বিড়ি কয়েকজন দুর্বৃত্ত ছিনিয়ে নিয়ে চম্পট দেয়। বিড়ি মালিক চিৎকার করতে থাকে। সেই সময় উক্ত স্থান দিয়ে রঘুনাথগঞ্জ থানার কয়েকজন পুলিশ ডিউটীতে যাচ্ছিলেন। তাঁরা

—পার্শ্বের কলমে নীচে দেখুন

চিৎকার শুনে ঘটনাস্থলের দিকে এগিয়ে এলে দুর্বৃত্তদের পালাতে দেখেন ও তাদের মধ্যে আটজনকে গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হন।

গ্রেপ্তার

গত ৩রা নভেম্বর সামসেরগঞ্জ থানার শোভাপুর বি, ও, পি-র ষ্টাফ মণ্ডলাবক্স নামে একজন পাকিস্থানীকে গুপ্তচর সন্দেহে গ্রেপ্তার করেছে।

সম্প্রতি ধুলিয়ানে একজন কাশ্মীরি মুসলমান ঘোরাঘুরি করছিল। পুলিশ সন্দেহবশতঃ তাকে গ্রেপ্তার করে। নাম আবদুল মজিদ।

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনব [illegible] রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন [illegible] [illegible] সেই অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া [illegible] [illegible]

জটিলতাহীন এই কুকারটির [illegible] [illegible] [illegible] আপনাকে [illegible] দেবে।

- ধুলো, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।